জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—০·০—

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৩৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২রা বৈশাখ বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 15th April, 1953 | ৪৬শ সংখ্যা

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা বৈশাখ বুধবার সন ১৩৬০ সাল

"কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ"

—০—

সন ১৩৫৯ সাল তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের মতই মহাকালের সহিত মিলিত হইয়া গেল, আসিল সন ১৩৬০ সাল। ইহারও পরিণতি তাই। তবুও আমরা প্রতি বৎসরই নব বৎসরের শুভাগমন দিবসে উৎসব করিয়া থাকি। ১লা বৈশাখে প্রথমেই আমাদের স্মৃতিপথে আসিয়া উদয় হয়—কার দোকানে কত ধার করিয়াছি। এই দিন উত্তমর্ণের ঋণের মধ্যে কিছু না দিলে তার সঙ্গে দেখা করা বা আবার আবশ্যক মত ধার বাকিতে দ্রব্যাদি পাইবার জন্য আবেদন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। এই যে উত্তমর্ণের সম্মান করার প্রথা, ইহা ঋণ শোধ করার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করারও সুযোগ। উত্তমর্ণও অধমর্ণকে এই দিনে যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করেন। ব্যবসাদার ও খরিদদারের মধ্যে এই প্রীতির আদান প্রদান স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

হিন্দুশাস্ত্রমতে মানুষ জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনটী ঋণে আবদ্ধ হয়—(১) পিতৃঋণ (২) দেবঋণ (৩) ঋষিঋণ। পূর্ব্ব পুরুষের শ্রাদ্ধ পিণ্ডাদি দ্বারা পিতৃঋণ, পূজার্চ্চনার দ্বারা দেবঋণ এবং দানাদি বদান্যতাপূর্ণ কর্ম্মাদি দ্বারা ঋষিঋণে মুক্ত হওয়া যায়। আজকাল এই সকল ঋণের জন্য কেহ বড় একটা মাথা ঘামায় বলিয়া মনে হয় না।

নূতন বৎসরের পঞ্জিকা প্রকাশ হওয়া মাত্র আমরা কোন্ গ্রহ রাজা হইলেন কোন্ গ্রহ তার মন্ত্রী হইলেন, ইহা অন্বেষণ করিয়া দেখি। অশুভ গ্রহাদি প্রতিপত্তি লাভ করিলে, হা-হুতাশ করি, আর আগামী বর্ষটাও দুখে দুখে কাটিবে বলিয়া আলাপ আলোচনা করি। দেশ শাসকগণ কেহ রাজপদ, কেহ মন্ত্রীপদ, কেহ জলাধিপের পদ ইত্যাদি ভাগ করিয়া লইয়া আপন আপন সুবুদ্ধি বা কুবুদ্ধি (পাত্র বিশেষে) প্রয়োগ করিয়া প্রজাসাধারণের সুখ বা দুখের কারণ হইয়া পড়েন। পঞ্জিকার রাজা মন্ত্রী প্রতি বৎসর বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত আধিপত্য স্থাপন করিয়া স্ব স্ব পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আর আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা মানুষ রাজা, মানুষ মন্ত্রীরা গণতন্ত্রের নামে যে তন্ত্র চালাইতেছেন, তাহা নামে ৫ বৎসর স্থায়ী হইলেও টালবাহানা করিয়া কখনও কখনও স্থিতিকাল বৃদ্ধি করিবার সৎ পন্থা (?) আবিষ্কার করিয়াও থাকেন। বর্ত্তমান শাসক গোষ্ঠী আরও চার বৎসর স্ব স্ব প্রতাপ প্রদর্শন করিবার সুযোগ পাইবেন। দুর্নীতি নাকি কেউ পছন্দ করে না, আবার দুর্নীতি ধরিবার জন্য কোনও পন্থা উদ্ভাবন যদি কেহ করে, তাহা সমস্ত কুগ্রহ (মিন-ষ্টার = mean-star) পরামর্শ করিয়া স্বজনের সংগ্রহে আগ্রহ দেখাইয়া পাপগ্রহের মত দুর্নীতি দূরীকরণে কণ্টক হইয়া দাঁড়ায়। তবুও আমরা যেমন শুভগ্রহ, পাপগ্রহ সকলের সন্তোষ বিধানার্থ "আদিত্যাদি নবগ্রহের" পূজা করিয়া থাকি, তেমনি এই বর্ষ আরম্ভে সকল বিঘ্নকারককে সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিতেছি—

অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতা।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥

আমাদের সব চেয়ে বড় ভরসা আমরা কালের ক্রীড়নক। কালের ক্রীড়ার সহিত আমাদেরও স্থিতিকাল ফুরাইয়া আসিতেছে।

———

শোক সংবাদ

'জঙ্গিপুর সংবাদের' প্রতিষ্ঠাতার বাল্যবন্ধু যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৫শে চৈত্র বুধবার একমাত্র পুত্র শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, (প্রাক্তন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার) দুইটী কন্যা, বহু পৌত্র পৌত্রী ও দৌহিত্র দৌহিত্রী রাখিয়া নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া বাঞ্ছিতধামে গমন করিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ হয়। তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী জীবনে কোনও শোক না পাইয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার আলোক চিত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া যতীন্দ্র বাবু প্রায়ই বলিয়া ফেলিতেন, "বেশ হাসছো, যত ভোগ আমি ভুগছি।" মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার একখানি ক্ষুদ্র বাটীতে মাসিক মাত্র আড়াই টাকা ভাড়া দিয়া যখন জঙ্গিপুর সংবাদের প্রাক্তন সম্পাদক বাস করেন (৩৯ বৎসর পূর্ব্বে) তখন 'জঙ্গিপুর সংবাদ' প্রকাশিত হয়। আমরা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে স্বজন বলিয়া তাঁহার স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

———

এক নিশ্বাসে
সন ১৩৬০ সালের নূতন পঞ্জিকা
বর্ষ-ফল-গান

(বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের—সুরে)

এক নিশ্বাসে বলবো, শোন নূতন পাঁজি,
নূতন পাঁজি, নূতন পাঁজি, নূতন পাঁজি, নূতন পাঁজি।
বৈশাখের পর জ্যৈষ্ঠ গেলে, আষাঢ় দিবে দেখা,
শ্রাবণের পর ভাদ্র, পরে আশ্বিন আছে লেখা।
কার্ত্তিক মাস গেলে হবে অগ্রহায়ণ পৌষ,
মাঘ, ফাল্গুন অন্তে চৈত্র গণনায় নাই দোষ।
রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি,
পর পর ঠিক আসবে এবার দেখা গেল গণি।
প্রতিপদের পর দ্বিতীয়া, নয়কো ত্রয়োদশী,
পর্য্যায়ক্রমে আসবে তিথি, গণলাম বসি বসি।
"বার্থ রেজিষ্টার, ডেথ রেজিষ্টার" সরকারের ঘরে,
দেখলে পরেই জানবে সবে কত জন্মে মরে।
আয়, ব্যয় ও স্থিতির হিসাব দেবেন 'এসেসর',
আয় চেয়ে ব্যয় বেশী হ'লে সেই হবে ফেরার।
খাবার জিনিস জুটবে না যার, রবে অনাহারে,
থাকতে খাবার দেয়না খেতে রাগে আর ডাক্তারে।
লটারীতে টাকা পেলে, হঠাৎ কাঙাল—ধনী,
ব্যক্তিগত বর্ষফল ক্রমে দিচ্ছি গণি।
পাঁজি ভেদে দেখতে পাবে রাজা-মন্ত্রী ভেদ,
মোর গণনা শুনলে ঘুচে যাবে মনের খেদ!
ধনীর রাজা—"টাকার গরম", মন্ত্রী বহু তার,
দীনের রাজা—"নাই, নাই, নাই", মন্ত্রী "হাহাকার"!
যাদের ঘরে প্রবেশ নিষেধ, সঙীন ঘাড়ে রক্ষী,
তাদের ঘরেই ঠেলে ঠুলে ঢুকবে গিয়ে লক্ষ্মী!

দ্বার খোলা যার সকল সময়, ভক্তি ক'রে ডাকে—
তাদের ডাকে মা কমলা পিছন ফিরে থাকে !
এই প্রমাণে, মনে মনে গণিলাম এই টুক—
সুখীর ঘরে সুখ যাবে আর দুখীর ঘরে দুখ !
যাদের আয়ু ফুরিয়ে এলো এবার মরবে তারা,
পরমায়ু থাকতে এবার কেউ যাবে না মারা।
মেয়ের বিয়ে যত হবে, ছেলের বিয়ে তত !
'ডাইভোর্স' আর 'তালাক' হবে লোকের রুচিমত।
কত লোকের গিন্নী যাবে শাঁখা সিন্দুর নিয়ে,
পাকা ঘুঁটি কাঁচবে অনেক ক'রে নূতন বিয়ে।
কত মেয়ের হাতের নোয়া শাঁখা যাবে খসি,
বাঁচবে য'দিন ইচ্ছা হয় তো করবে একাদশী !
কত লোকের বাপ মরিবে কত লোকের ছেলে,
ক'দিন কেঁদে ঠাণ্ডা হবে পেটে অন্ন গেলে।
বহু ছেলে পাশ হবে আর বহু ছেলে ফেল,
পদের তরে পরের পদে দিতেই হবে তেল !
কেউ বা হবে বরখাস্ত, কেউ হবে বাহাল,
কেউ কাঁদিবে কেউ হাসিবে, দুনিয়ার যা হাল।
কেউ কিনিবে নূতন বিষয়, কেউ করিবে বিক্রী,
কতক মামলা ডিস্‌মিস্ হবে কতক হবে ডিক্রী।
আদালতে হাজির হবে বাদী বিবাদীতে,
দু'এর উকীল ভরসা দিবে—মামলা যাবে জিতে।
হাকিম চাবেন "ফাইল ক্লিয়ার" আমলা চাবেন "এথি"
একের যাতে লভ্য, তাতে অন্য জনের ক্ষেতি !
মাল কিনে রেখেছে যারা, বল্‌বে বাজার চড়ুক—
নিজের ভাল সবাই চাবে, অন্যে মরে মরুক !
একের ভাল করতে গেলে, অন্যে যাচ্ছে মারা,
এ ক্ষেত্রে যে বিপদগ্রস্ত ভগবান বেচারা !
সেই কারণে ভেবে চিন্তে সামঞ্জস্য ক'রে,
দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিবেন, সুখে দুখে গড়ে।
দিবানিশি ভাববে যারা, তারা হবে রোগা,
থাকবে সুখে, বলবে যারা, 'যো হোগা সো হোগা।"
রাজা হবার জন্য সবার আশা চিরকাল,
ফলে কিন্তু "যে পান্নালাল, সেই পান্নালাল।"
নেহাৎ যাহার উন্নতিটা করবে ভগবান—
কচু আছ, ঘেঁচু হবে, বড় বাড়ো তো মান !

পর্ব্ব দিন

পয়লা বোশেখ **নূতন খাতা** করবে সব বাঙালী,
খাতার বাকী রাখবে যারা, খাবে গালাগালি।
জামাই বাবু খুঁজছো বুঝি—কবে **জামাই ষষ্ঠী** ?
'রেডি' থেকো, তেসরা আষাঢ়, চলে গেলে জোষ্ঠি।
আটই আষাঢ় **দশহরা** গঙ্গাস্নানের যোগে—
এক ডুবেতে খালাস পাপী দশটা পাপের ভোগে।
তেরই আষাঢ় **স্নানযাত্রা**, নাইবে জগন্নাথ—
টঙ্কা তরে পাণ্ডা করে উৎকলে উৎপাত।
নৈহাটীতে কাঁটালপাড়ায় এই পুণ্যদিনে,
জন্ম নিলেন ঋষি-মানব সবাই তাঁকে চিনে—
কেবা তিনি ? কি মন্ত্র তাঁর ? অধীনতার যম ?
গাহিল **বঙ্কিমচন্দ্র** "বন্দেমাতরম্।"
সাতই আষাঢ় **অম্বুবাচী**, পুরাকাল হ'তে।
আষাঢ়ের উনত্রিশে উঠবে ঠাকুর **রথে**।
পাঁচই শ্রাবণ **পুনর্যাত্রা** উল্‌টো রথে টান,
পনর(ই) শ্রাবণ **মনসা** ধুনার গন্ধ চান।
ত্রিশে শ্রাবণ পড়লো এবার **স্বাধীনতা দিন**,
হরেক রকম দুঃখ ভুগে নাচবে ধা তিন্ তিন্।
সাধহীনতা স্বাদহীনতা স্বাধীনতা স্মরি,
যে দুখ হবে তা ভুলিও এইটি মনে করি—
অগ্নিযুগের অরবিন্দ জন্মেছে এই দিন,
চেষ্টা কর তাঁরই মত হইতে স্বাধীন !
তেসরা ভাদ্র কৃষ্ণ ঠাকুর ঝুলিবেন **ঝুলনে**,
রাধারাণী টানবে যারে, যাবে বৃন্দাবনে।
চৌদ্দই ভাদ্র শ্রীকৃষ্ণের **জন্মাষ্টমী** হবে—
প্রেমানন্দে নন্দোৎসবে নাচবে ভক্ত সবে।
গান্ধী আবির্ভাব দিন পনরই আশ্বিন,
"রঘুপতি রাঘব" গাহিব সে দিন।
বিশে আশ্বিনেতে এবার হবে **মহালয়া**,
"সিভিল কোর্ট" মাসেক বন্ধ মা-দুর্গার দয়া।
হয়ে সিংহে আসীন, আটাশ আশ্বিন আসবে **মহামায়া**।
এই তারিখটি স্মরণ হ'লে আঁৎকে উঠি ভায়া !
আসিবেন আনন্দময়ী বলে সবাই মুখে,
সবাই জানে যে আনন্দ মনের মধ্যে ঢুকে !
যে আনন্দ দেন গৃহিণী ফর্দ্দ ক'রে লম্বা,
কর্ত্তা জানে, গিন্নী জানে, জানেন জগদম্বা !
জামাতা-শমগ্রহ তস্য প্রসবিনী,
তত্ত্বজ্ঞানে ধরেন মূর্ত্তি মহিষ-মর্দ্দিনী !!
মুখেতে আনন্দ বলে, আনন্দ নাই পেটে,
আনন্দ কি এমনি আসে "পেনীলেস পকেটে" !
সার্ব্বজনীন পূজার চাঁদা এর উপরে আছে !
কোনরূপে রেহাই নাই, এ ভক্তদের কাছে !
পাড়ার যত ষণ্ডা গুণ্ডা, আসে পাণ্ডা সেজে—
"দিবার শক্তি নাই" বলিলে, শাসায় ভীষণ তেজে—
ভদ্রলোকের ছেলে মোরা করলে অপমান !
রোজই কিন্তু করতে হবে ডোম মেথরকে দান !
কাজেই তাদের দিতেই হবে যা'হোক কোন মতে,
মা-দুর্গাকে এদের ঠেলায় বসতে হয় রাজপথে !
'মাইক' যোগে রেকর্ড বাদ্য এদের পূজোর কাজ—
সিনেমার গান মাকে শোনায় নাইকো সরম লাজ।
নৃত্য করার ভঙ্গী কত নিরঞ্জনের দিনে,
এ রাজ্যেতে স্বাধীন এরাই—কি করবে আইনে !
পাঁচই কার্ত্তিক বেস্পতিবার আসিবেন মা-**লক্ষ্মী**,
লক্ষ্মীছাড়ার বাড়ীর ধারে যায় না পেঁচা পক্ষী !
উনিশে কার্ত্তিকে এবার আসিবেন **কালিকা**,
নিয়ে তুবড়ী পটকা লাগায় খটকা বালক আর বালিকা।
"এমার্জেন্সী ওয়ার্ড" সেদিন খোলা সারারাত,
কেউ বাঁচিবে জখম হ'য়ে, কেউ বা কুপোকাৎ।
বাইশ কার্ত্তিক ভাইকে **ফোঁটা** দিবে ভগ্নিগণ,
উনত্রিশে **জগদ্ধাত্রী** দিবেন দরশন।
ত্রিশে কার্ত্তিক ময়ূর চড়ে আসবে ধনুর্দ্ধর,
চৌঠা অঘ্রাণ **রাসলীলা** করবে নটবর।
নেতাজী নামের যিনি একাই অধিকারী,
নয়-ই মাঘ জন্মদিন তেইশে জানুয়ারী।
পঁচিশে মাঘ **শ্রীপঞ্চমী** রাখ সবে শুনে,
শিবরাত্রি হবে এবার উনিশে ফাল্গুনে।
পাঁচই চৈত্র কৃষ্ণ ঠাকুর উঠবে এবার **দোলে**,
ত্রিশে চৈত্র **চড়ক পূজা** জানবে ঢাকের বোলে।

মুসলমানী পর্ব্ব

একত্রিশে জ্যৈষ্ঠ এবার **ইদলফেতর হবে**,
ইদের নামাজ পড়বে সেদিন খোদার বান্দা সবে।
চৌঠা ভাদ্র **ইদুজ্জোহা** বকরিদের কোরবানী,
তেসরা আশ্বিন **মহরম** রেখো সবে জানি।
আঠারই কার্ত্তিক ঠিক ছাব্বিশে শফরে—
আখেরী চাহার শুম্বা রেখো ইয়াদ ক'রে।
ফতেহা-দোহাজ-দাহম্ চৌঠা অগ্রহা'নে—
ষোলই বৈশাখ **সবেরাৎ** চৌদ্দই শাবানে।

খ্রীষ্টান পর্ব্ব

দশই পোষে **খ্রীষ্টমাস** ধনীর বড় দিন,
ধনীরা করিবে ফূর্ত্তি দেখবে যারা দীন।
প্রতি বছর **নিউইয়ার্স-ডে** পয়লা জানুয়ারী,
নড়-চড় হবে না এটা বাজি ধরতে পারি।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ গন্ধসারে সুবাসিত এই পরিস্রুত ক্যাস্টর অয়েল কেশের সৌন্দর্য্য বর্ধনে অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, স্থাতকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৸০ আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ— ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।